করিতে পারিত। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে আমাকে তুচ্ছ ঘৃণিত মেথরের কাজে নিযুক্ত করিল! এইজন্য মহারাজ তাহার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আর মহানিধি প্রদান করেন না। নামবলে পাপে প্রবৃত্ত মানুষের উপরেও শ্রীনাম তেমনই অপ্রসন্ন হইয়া থাকেন। অতএব পাপবিনাশের জন্য শ্রীনামকে প্রয়োগ করা হইলে তাঁহার কদর্থনাই করা হয়। এইজন্য সেই কোটি কোটি পাপের যে গুরুত্ব, তাহা এই অপরাধের উৎপত্তির জন্য আরও দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব বহু যম-নিয়মাদির দ্বারা তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিলেও অথবা অধিকারপ্রাপ্ত অনেক দণ্ডধরগণ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হইলেও তাহার যে শোধন হয় না, তাহা যুক্তিযুক্ত। তবে তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত নানা অপরাধযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে পুনরায় অনবরত শ্রীনাম-সঙ্কীর্ত্তন। ইহা পরে বর্ণন করা হইবে। পুরাণের বাক্য হইতে ইহাই পাওয়া যায়—

সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ।
হরেরপ্যপরাধান্ যঃ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংসনঃ।
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাৎ তরত্যেব স নামতঃ॥

এই উক্ত প্রমাণ অনুসারে ভগবানে ভক্তিমানের ও নামাপরাধে অধঃপাতরূপ ভোগ নিয়ম করা হইয়াছে। অতএব অশ্বমেধ নামক ভগবদর্চ্চন-বলে দেবরাজ ইন্দ্রের যে বৃত্রাসুর বধের প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল, ঋষিগণের আদেশই তাহার কারণ। ঋষিগণও যে দেবরাজ ইন্দ্রের হৃদয়ে এই প্রবৃত্তির উদয় করিলেন, তাহার কারণ—লোকের উপর উপদ্রবের শান্তি এবং বৃত্রের অসুরভাব খণ্ডনের ইচ্ছা। অতএব সেস্থলে দেবরাজের নামবলে পাপে প্রবৃত্তি হয় নাই।

অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামের সাম্য মনে করা অষ্টম অপরাধ। সেই স্থলে মূলে প্রমাদ শব্দের অর্থ অপরাধ বুঝিতে হইবে। অতএব অন্যত্র উল্লিখিত বেদের যত অক্ষর ব্রাহ্মণগণ পাঠ করেন, ততই শ্রীহরিনাম করা হইয়া থাকে—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। এইপ্রকার অতিদেশ দ্বারাও নামেরই মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। স্কন্ধপুরাণে উক্ত আছে—শ্রীকৃষ্ণনাম মধুরের মধুর এবং নিখিল মঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপ। সকল বেদরূপ কল্পলতার নিত্য ও স্বপ্রকাশ ফলরূপ। বৃক্ষ বা লতার বল্কল বা অস্থি চর্ব্বণে যেমন কোন আস্বাদন পাওয়া যায় না কিন্তু তার আস্বাদন ফলেই হয়, সেইরূপ বেদরূপ কল্পলতায় বল্কল বা অস্থি আস্বাদনে কোনই লাভ হয় না; শ্রীকৃষ্ণনামরূপ তার ফলাস্বাদনেই কৃতার্থতা লাভ হয়। এই শ্রীকৃষ্ণনাম যদি কেহ শ্রদ্ধা বা হেলার সহিত অর্থাৎ অননুসন্ধানেও গ্রহণ করে, তবে শ্রীনাম তাহাকে অবশ্যই মায়ার আবরণ হইতে